নিয়মিত কলাম

প্রতিধ্বনি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ফারুখ ফয়সল

একচ্ছত্র ক্ষমতাধারীদের দাপটে আজ বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে দেশ এবং দেশের বাইরে। বাংলাদেশে নোংরা অপারেশন ক্লিনহার্টের দাপট কমতে না কমতে, এবং এনামুল হক চৌধুরী ছাড়া সাংবাদিক ও লেখক জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতে এখন আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী পুরুষদের ওপর প্যারানয়েড বুশ প্রশাসনের খড়গ নেমে এসেছে।

বাংলাদেশকে এ ব্যাপারটা নাড়া দিয়ে গিয়েছে। সেটা ভালো কথা। তবে কি জানি কি কারণে বাংলাদেশ এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য নিজেরাই অপরাধবোধে ভুগছে। বিরোধী দল বলছে এটা সরকারের চরম কূটনৈতিক ব্যর্থতা আবার সরকারী দল বলছে বিরোধী দলের নেত্রীর বিভিন্ন উক্তি এ ঘটনার পেছনের কারণ কি না তা তলিয়ে দেখতে হবে।

আমি এই পরিস্থিতিকে অন্যভাবে দেখতে চাই। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের জন্য বাংলাদেশের অপরাধবোধে ভুগবার কোন কারণ নেই। এখানে কারো যদি অপরাধ থেকে থাকে তবে সেটা আমেরিকার বর্তমান প্রশাসনের। তারা এখন প্যারানয়ায় ভুগছে এবং ক্রমশঃ নিজেদেরকেই এক মহা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজ পযর্ন্ত যে ২২টি দেশকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র উত্তর কোরিয়া ছাড়া আর সবগুলি মুসলিম দেশ। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, প্রশাসন আজ শুধু মুসলমান সন্ত্রাসীদের জন্যই ভীত নয়, তারা মুসলমান মাত্রাকেই সম্ভাব্য বিপদ বলে আন্দাজ করছে। এখানেই বর্তমান বুশ প্রশাসনের মগজের সীমাবদ্ধতা প্রকটভাবে প্রকাশিত। তাদের এটা হয়তো জানা নেই যে, বাংলাদেশ থেকে আজ যারা আমেরিকায় এসে বসবাস করছেন তারা সকলেই মুসলামন নন। এদের মধ্যে অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসীরাও আছেন। আছেন যারা মুসলমান হওয়া সত্বেও ধর্ম বিশ্বাসও করেন না বা আচরণ করেন না। আমেরিকান প্রশাসন জানেনা যে বাংলাদেশ থেকে যেসব প্রগতিশীল মানুষ আমেরিকায় এসেছেন, তাদের বাপ দাদাদের ধর্ম ইসলাম হতে পারে, তবে তারা যে বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন সেখানে ধর্মের চাইতে ধর্ম নিরপেক্ষতাই বড়। আমেরিকান প্রশাসন জানেনা যে আমরা ১১ই সেপ্টেম্বরের অনেক আগে থেকে প্রায় ১৯৪৮ সাল থেকে মুসলমান মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ছি এবং সে লড়াই এখনো অব্যহত আছে।

তারপরেও বাংলাদেশের নাগরিকদের গড়পড়তা ইসলামী উগ্রপন্থীদের সন্দেহ তালিকায় নিয়ে এসেছে আমেরিকা। এখানেই আমেরিকান প্রশাসনের মুশকিল। তারা ভূতের মতো পেছনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আজ আমেরিকায় মুসলিম দেশ থেকে আসার অপরাধে সবাইকে যেমন গওরাহ তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে একসময় জার্মানীতে ইহুদিদেরও এমনই করা হয়েছিল। আমেরিকায় কালো মানুষদের প্রতি এই অবিচার হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় বসবাসরত জাপানীদেরও এমনটাই করা হয়েছিল। এমনকি পঞ্চাশের দশকে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন তাদেরও এমনি করে হেনস্থা করা হয়েছিল। সেই একই পথে আজ আবার প্রশাসন হাঁটছে। আর তাই নিজেরা অপরাধ বোধ না করে আমাদের উচিত আমেরিকার এই পুরো সিদ্ধান্তের নিন্দা করা। তবে শুধু বাংলাদেশকে তালিকাভুক্ত করার জন্য নিন্দা করলে হবে না। নিন্দা করতে হবে সমস্ত মুসলিম দেশের তালিকাভুক্তির।

আমেরিকার বাংলাদেশকে তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্তের পরে বাংলাদেশের সরকারের প্রতিক্রিয়া অনেকটা আহত প্রেমিকার মতো শুনাচ্ছে। তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না যে আমেরিকা তাদেরকে এতো বড় একটা আঘাত দিতে পারে। তারা মাথা চুলকাচ্ছেন যে এটা কিভাবে সম্ভব হলো। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীতো বলেছেনই যে, আমরা আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী সংগ্রামের অংশীদার। আমেরিকা নিজে এর স্বীকৃতি দিয়েছে বারবার। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুলে যাচ্ছেন যে, বাংলাদেশের চাইতেও সেক্ষেত্রে আমেরিকার বেশী দোসর হচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের নাম তারপরেও তালিকায় উঠেছে বাংলাদেশের আগের দফায়। বাংলাদেশতো সৌদি আরবের চাইতে বড় দোস্ত নয় আমেরিকার, সেই সৌদি আরবের নাম উঠেছে তালিকায় প্রথম কিস্তিতে। আমেরিকা যখন এই তালিকা করছে তখন ঠুনকো প্রেম আর বিবেচনায় রাখছেনা।

বাংলাদেশের আরো একটা আহ্লাদ বেশ লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশকে বলেছেন মডারেট মুসলিম কান্ট্রি। আর তাতেই সরকারের সুখের আর সীমা নেই। সরকারের রাষ্ট্রদূতরা বিদেশে বিশেষ করে কানাডায় বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা অন্য মুসলিম দেশগুলোর মত নই, আমরা ওদের থেকে আলাদা, আমরা মডারেট মুসলিম কান্ট্রি। তারা বেমালুম ভুলে গেছেন যে আমাদের দেশটার জন্মই হয়েছিলো ধর্ম নিরপেক্ষতার ওপরে ভিত্তি করে। আমাদের এখনো কপাল যে, বাংলাদেশ কোন ইসলামিক রিপাবলিক নয়। আমেদের দেশের নাম এখনো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার পর নতুন করে আবার ধর্ম ব্যবসায়ীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করেন। এরশাদ মানুষের চোখে ধুলো দেবার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্র র্ধম করেন। এখন মেরি এ্যান পিটার বাংলাদেশের কপালে সেঁটে দিয়েছে মডারেট মুসলিম কান্ট্রির লেবেল।

আমেরিকা তার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশ কেন, যে কোন দেশকেই তার তালিকায় ঢুকিয়ে দিতে পারে। আমাদের তার মোকাবিলা করতে হবে বিশ্বজনীন ভাবে। আর সেজন্য আমেরিকাকে কে বলে দিয়েছে যে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ঘাঁটি আছে সেটা নিয়ে মাথা সরকারের না ঘামালেও চলবে।

তবে একই সাথে সরকারকে মনে রাখতে হবে, আমেরিকার তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠছে। এটার সাথে সাথে নিজেদেরও দেশের ভেতর দিকে তাকাতে হবে যে, আসলেই বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ঘাঁটি গড়বার সম্ভবনা আছে কিনা।

আজ আমেরিকাকে খুশী করবার জন্য নয় নিজেদের দেশটির সার্বভৌমত্ব ও আদর্শকে টিকিয়ে রাখবার জন্য আমাদের কিছু আত্মবিশে-ষণও প্রয়োজন। বাংলাদেশে ইসলামিক আন্দোলনগুলিকে টিকিয়ে রাখতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশে কি টাকা আসেনি? মওলানা মান্নান যে তার মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির জন্য ইরাক থেকে টাকা এনছেন তা বাংলাদেশে ওপেন সিক্রেট। মহাখালির বিশাল মসজিদ কি ইরাকের টাকায় হয়নি? মওলানা মান্নানের মতো একজন মাদ্রাসা শিক্ষক কি করে হাটখোলার মোড়ে এত বড় ইনকেলাব

৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভবন করলেন? কি করে ইনকেলাবের জন্ম হলো, তা কি মানুষ এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলো? জামায়াতে ইসলামীর টাকা আসে কোথা থেকে? রাবায়াতে ইসলামীর মতো সাহায্য সংস্থাগুলি চলে কোন দেশের টাকায়? ইবনে সিনা হাসাপাতালের পেছনে আছে কারা? কারা উদ্যোগ নিয়ে কর্নেল গাদ্দাফীর সবুজ বই বাংলায় অনুবাদ করে একদিন বিচিত্রায় ছেপেছিলো? শেখ মুজিবকে খুন করবার পর কর্নেল রশীদ, ফারুক কোন দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখন একটি সমতাভিত্তিক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলবার জন্য দিনের পর দিন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তখন বাংলাদেশের পকেটে পকেটে দিনে দিনে মুসলিম উগ্রপন্থীদের সাপ কি দিনে দিনে বেড়ে ওঠেনি। যদি তাই না হবে তাহলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের ছেলেরা প্রগতিশীলদের রগ কেটে দেবার সাহস পায় কোথা থেকে? আর জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে এরশাদ পযর্ন্ত সকলেই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করতে এই সাপগুলিকেই দুধকলা সরবরাহ করেছেন। শেষ পযর্ন্ত শেখ হাসিনাও এক পর্যায়ে জামাতের সাথে হাত মেলান।

এসব ঘটনা ১১ সেপ্টেম্বরের অনেক আগের। আমরা এতো তাড়াতাড়ি কি করে ভুলে গেলাম যে আওয়ামী লীগ আমলে বিল ক্লিন্টন যখন ঢাকা গেলেন, তখন তিনি শেষ পযর্ন্ত সাভার স্মৃতিসৌধে জাননি। তখন এফবিআই বলেছিলো যে সাভারের পথে তার হেলিকাপ্টারে আল কায়দার মিসাইল আক্রমণের আশংকা রয়েছে। সে সময় কেউ কোন আমেরিকানদের এই কথার প্রতিবাদ করে বললোনা যে বাংলাদেশে আল কায়দার অস্তিত্বের অবকাশ নেই।

এ দফায় নির্বাচনে খালেদা জিয়া নির্বাচনী সাথী করলেন - জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটকে। এই দলগুলির মৌলবাদী উগ্রতার রেকর্ড কি কারো অজানা। এদেরকে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেয়ার পর বিএনপি কি করে দাবী করতে পারে যে মৌলবাদের সাথে তাদের কোন সম্পৃক্ততা নেই?

বিএনপি সরকার নিজেদের দোষ ঢাকতে গিয়ে এখন বিদেশী সাংবাদিকদের ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে দোষারোপ করতে চাচ্ছে। এখন ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউ-এর বার্টিন লিটনার ষড়যন্ত্র করছেন। ষড়যন্ত্র করছে চ্যানেল ফোর। আর সে জন্য সেলিম সামাদ, প্রিসিলা রাজ নির্যাতিত হচ্ছেন। সরকার বের করতে পারছেনা কারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, মেলায়, ওরশে, সিনেমা হলে বোমা মারছে। দায়িত্বহীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বেহুদা বলে ফেলছেন ময়মনসিংহের বোমা হামলায় আল কায়দার হাত আছে। তারপর নিজের বিপদ সামাল দিতে আটকাচ্ছেন সাংবাদিক এনামুল হক চৌধুরীকে, করাচ্ছেন অমানবিক নির্যাতন।

এখন বাংলাদেশের মানুষের সামনে পথ খোলা আছে তিনটি। এক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রগতিশীল জনমতের সাথে একাত্ব হওয়া। সরকার তাবেদারের ভূমিকা নিলেও জনগণকে দাঁড়াতে হবে মানবতার পক্ষে। দুই . দেশের ভেতরে মৌলবাদীদের আগাছাকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলা। বাংলাদেশের বিএনপি সরকার যদি সময় থাকতে তাদের মৌলবাদী দোসরদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে না আসে তবে এই উপড়ানোর আন্দোলনে তাদের যে কোথায় ঠাঁই হবে তার নিশ্চয়তা দেবার আজ আর কেউ নেই। তিন. বাংলাদেশের মেরি এ্যান পিটারকে জানিয়ে দেয়া, বাংলাদেশ মডারেট মুসলিম দেশ নয়। বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতন্ত্র যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও নাস্তিকেরা বাস করেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠির সাথে মিলে মিশে, সমান অধিকারে। ❑

অটোয়া

১৯ জানুয়ারী ২০০৩